R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪১৭।
১লা ডিসেম্বর ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

অক্সিজেন সিলিণ্ডারের দুর্ভিক্ষে জঙ্গিপুর হাসপাতালে রোগীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নানা অবহেলা অনাচারের পাশাপাশি বর্তমানে অক্সিজেন সিলিণ্ডারের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। অক্সিজেনের অভাবে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের দফরপুর গ্রামের একটি মেয়ে মারা যায়। খবর, শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত মেয়েটিকে গত ২৫ নভেম্বর ডাঃ মোসার্‌রফ হোসেনের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাক্তার জরুরী ভিত্তিতে অক্সিজেন দেবার নির্দেশ দিলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত সিষ্টাররা অক্সিজেন সিলিণ্ডার সংগ্রহে ব্যর্থ হওয়ায় নাকি মেয়েটি মারা যায়। অন্যদিকে খবর – ডাক্তারের নির্দেশে শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত মেয়েটিকে ফ্রি বেডে অক্সিজেন দেয়া শুরু হয়। এরপর নাকি রোগীর আত্মীয়রা তাকে পেয়িং বেডে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করেন। ঐ অবস্থায় অক্সিজেন ছাড়াই রোগীকে পেয়িং ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সিষ্টাররা শ্বাসকষ্টে জর্জরিত মেয়েটিকে অক্সিজেন দিতে গড়িমসি করেন। এই অবহেলার (শেষ পাতায়)

প্রণববাবুর আশীর্বাদধন্য হওয়াটাই এখন কংগ্রেসীদের মূল লক্ষ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে উঠলেও এখানে কংগ্রেসী মহলে কোন তৎপরতা নেই। নেই কর্মীদের মধ্যে কোন সংঘবদ্ধ পদক্ষেপ। তথাকথিত কংগ্রেসী নেতারা নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত। এর মধ্যে প্রণব মুখার্জী তাঁর পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কামদাকিঙ্কর মেমোরিয়াল শিল্ড ফুটবলের সূচনা করে গেছেন অরঙ্গাবাদে। সুষ্ঠু খেলা পরিচালনার দায়িত্ব কংগ্রেসের ব্লক সভাপতিরা এলাকাভিত্তিক নিয়ে থাকলেও তাঁরা নাকি ফাইনাল খেলায় আমন্ত্রিত হয় না। সেখানে প্রাধান্য পান প্রণববাবুর স্নেহভাজন জনৈক সৈনিক শেঠ। খেলা উদ্বোধনে বা ফাইনালে প্রণববাবুর ছায়াসঙ্গি হয়ে তিনিই বাহবা নেন। তারই সুবাদে সৈনিক শেঠ এখন ইউ.বি.আই-এর বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের একজন। অনেক জায়গায় সৈনিকবাবু নাকি নিজেকে জঙ্গিপুরের লোক বলে জাহির করেন – এ অভিযোগ এলাকার এক কংগ্রেস নেতার। (শেষ পাতায়)

প্রশাসনিক অবহেলায় ট্রেকার ব্যবসায়ীরা বিপাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর-লালগোলা রুটে প্রায় চার বছর ধরে বেশ কিছু অটোরিক্সা কোন সরকারী নিয়ম না মেনেই চলছে। না আছে তাদের রুট পারমিট, না আছে গাড়ীর বৈধ নম্বর। যার ফলে সরকারী রেটের বাইরে তারা যাত্রী পরিবহন করছে, নির্দিষ্ট জায়গায় না দাঁড়িয়ে যে কোন জায়গা থেকে যাত্রী ওঠা নামা করছে। এর ফলে ঐ রুটের বৈধ ট্রেকার (শেষ পাতায়)

সেকেন্দ্রা-গিরিয়ায় সম্প্রীতি আনতে ফুটবল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গিরিয়া ও সেকেন্দ্রা এলাকায় দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কংগ্রেস ও সিপিএমের মদতে সন্ত্রাস চলছেই। সারা বছর সেখানে পুলিশ মোতায়েত করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকজন প্রাণও হারিয়েছে। তার প্রেক্ষিতে এলাকায় সম্প্রীতি আনতে রঘুনাথগঞ্জ থানার উদ্যোগে গত ২৮ নভেম্বর সেকেন্দ্রা হাই স্কুল মাঠে এক প্রীতিপূর্ণ ফুটবল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এর ব্যবস্থাপনায় ছিল সিপিএম পরিচালিত গিরিয়া ও সেকেন্দ্রা পঞ্চায়েত সমিতি। ঐ অনুষ্ঠানে কংগ্রেস সমর্থকরা নাকি সম্পূর্ণভাবে বয়কট করে। যার ফলে জনসমাগম বিশেষ হয়নি। ঐ অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জেলা পুলিশ সুপার তাঁর ভাষণে গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন – এলাকার শান্তি বজায় রাখতে আগামী প্রজন্মের হাতে বোমার পরিবর্তে বই তুলে দিন। তাদের মধ্যে শিক্ষার বাতাবরণ তৈরী করুন। এ প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান – এলাকায় সম্প্রীতি বজায় রাখতে পুলিশের (শেষ পাতায়)

স্নানের ঘাটে ঘোড়া স্নান বন্ধ হোক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর শহরের পুরুষ ও মহিলাদের গঙ্গা স্নানের ব্যস্ত ঘাট নালার ঘাটে বর্তমানে ঘোড়া নামিয়ে স্নান করাচ্ছে ঘোড়াগাড়ী চালকরা। মানুষের ঘাটে ঘোড়া স্নানের প্রতিবাদের এরা কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না। যে কোন সময় অঘটন ঘটতেই পারে। এ প্রসঙ্গে পুর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোনঃ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪১৭

মানুষের জন্য দল না

স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বর্তমানে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে এখন আর মানুষের জন্য দল নহে, দলের জন্যই মানুষ। নিজ দলের শ্রীবৃদ্ধি দলীয় মতবাদের একচেটিয়া প্রাধান্য রক্ষা করাই এখন দলীয় নেতৃবৃন্দের একমাত্র কাম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন কেহই চিন্তা করিতেছেন না। দলের বা ক্যাডারের স্বার্থরক্ষার তাগিদে সাধারণ মানুষের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইলেও কেহ ভাবিত নন। দলীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া সেই কারণে মস্তানবাহিনী পুষিতে হইতেছে, দুষ্কৃতকারীদের মদত দিতে হইতেছে। এমন কি দেশের দশের স্বার্থবিঘ্নিতকারী বিদেশী রাষ্ট্রে নিজ দেশের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাচারকারীকেও দলীয় পক্ষপুটে স্থান দিতে বাম ডান কোন রাজনৈতিক দলই কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। শান্তির রক্ষক পুলিশ যদিও বা তৎপর হইয়া দুষ্কৃতীদের আটক করিতেছেন, কিন্তু পরক্ষণেই রাজনৈতিক দলগুলির চাপে তাহাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হইতেছেন। এ এক অভুতপূর্ব অবস্থা। সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হইলেও রাজনৈতিক দলগুলির কিছুই আসিয়া যায় না, তাহাদের দলীয় স্বার্থ যাহাদের দ্বারা রক্ষিত হইবে, যাহারা সক্রিয় থাকিলে অন্য দলকে সহজেই পরাভূত করিয়া নিজ দলীয় শক্তির প্রাধান্য স্থাপন করা যাইবে, তাহাদিগকে রক্ষা করাই দলীয় নেতৃত্বের আশু কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ক্ষেত্রে ~~বাম ডান~~ কোন দলই ধোয়া তুলসীপাতা নহে।

ভারতের কি কেন্দ্রীয়, কি প্রাদেশিক কোন সরকারই আজ সুনীতির চিন্তা ভাবনা করেন না। দুর্নীতি বলিয়া রাজনীতিকদের নিকট কিছুই গণ্য নহে। একমাত্র নিজ দলের আধিপত্য রক্ষা করাই রাজনীতির ক্ষেত্রে সুনীতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি বিধানের লক্ষ্যে দলীয় নীতি আজ আর নির্ধারিত হইতেছে না। হইতেছে দলের প্রয়োজনে, দলের শক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার স্বার্থে যে কোন নীতি গ্রহণ। সেই ক্ষেত্রে দুর্নীতি বা সুনীতি বলিয়া কিছু নাই। দলের স্বার্থে যে নীতি তাহাই সুনীতি। এই নীতির মূল কথা দলের জন্যই মানুষ, মানুষের জন্য দল নয়।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ভ্যানচালকদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হোক

রঘুনাথগঞ্জের আদালত কোর্টের মোড় থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে ভ্যানচালকদের স্ট্যাণ্ড। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা এইসব ভ্যানচালকদের চিৎকার ও মদ্যপ অবস্থায় অশ্রাব্য গালিগালাজ 'ভদ্রপাড়া খ্যাত' এই স্থানটির বসবাসকারী পরিবারগুলির লোকজনেরা হজম করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই পরিস্থিতি বন্ধে পুর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

কবি

— অনুপ ঘোষাল

কবি কে ? আমি শুধোই, কবি নয় কে ! বাংলার বিস্তর সবুজ নদীনালা, পাখপাখালি। এমন মনোরম পরিবেশে গোটা জীবনে দুছত্রও পদ্য লেখেন নি, এমন বাঙালি পাওয়া যাবে নাকি ? নাকের নিচে নরম প্রজাপতি উঁকি দিতেই বুক-শিরশির-করা কিশোরীটির মুখ মনে করে 'তোমার আমি আমার তুমি' – জাতীয় কয়েকটা লাইন নামিয়ে বাঙালির কাব্যচর্চা শুরু। তারপর কলেজে পা রেখে সব লণ্ডভণ্ড করার ডাক দিয়ে গণ্ডাখানেক অগ্নুৎপাদক পদ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা। তারপর চাকরি। বিয়ে থা। এবং পদ্যের খাতা ট্রাংকে গুঁজে 'কবিতা দিলেম তোমায় ছুটি।'

কিন্তু যাঁরা জাত-কবি, তাঁরা বউ-এর গুঁতোয় কবিতার রণে ভঙ্গ দেবার বান্দা নন। ছেলে কাঁদে, বউ চেঁচায় – কবি তবু কলম কামড়ে শব্দের সন্ধানে বুঁদ। সে-কবি কে চিনি কী করে ?

কিছুমাত্র কঠিন নয়। হিলহিলে চেহারা, ফিনফিনে দাড়ি, আলুথালু চুল। হাঁটু অব্দি ঝোলা পাঞ্জাবি এবং কাঁধে ঝোলা। তার সাথে ঢুলুঢুলু চোখ। এই বিবরণ মিলে গেলে গলার স্বরটা একটু পরখ করে নেবেন। মিহিদানার মত চিনচিনে আওয়াজ কানে গেলে আপনি নিশ্চিত, কবি ইনিই। জনৈক ভাষাবিশারদ বলেছিলেন, কবি স্ত্রীলিঙ্গ। কেন ? প্রথমত ই-কারান্ত শব্দ। দ্বিতীয়ত তাদের গলা নববধূর মত। দাড়ির দোহাই দিয়ে কবিরা সে যাত্রা জোর বেঁচে গেছেন।

দাড়ি না রাখলে কবিতা বেরোয় না, এমন জনশ্রুতি বংশপরম্পরায় চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথের মগজে প্রথম যৌবনে পদ্য নাকি তেমন খেলত না বলে তিনিও দাড়ি রাখতে শুরু করেছিলেন। ওঁর জ্যোতিদাদা কবিগুরুর প্রায় সমপরিমাণ কাব্য - প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও নিছক দাড়ি না রাখার জিদে ফেঁসে গেলেন। রাঁচিতে থাকাকালীন কিছুদিন তিনি দাড়ি কামাবার সুযোগ পান নি, সেই ফাঁকে চমৎকার কিছু গান নেমে গিয়েছিল ওঁর খাতায়।

আজকের কবি সে-ভুল করেন না। বুকের মধ্যে পদ্য গজালে গালে তার দাড়ি গজাবেই। এবং সেই নির্দিষ্ট বয়েসে কলম চুলকোতে আরম্ভ করলেই নাপিতকে ছুটি দিয়ে কবি মাথার তেল বন্ধ করে দেন। তেল না দিলে মাথা গরম হয়ে ওঠে। এবং তখনই দুর্দান্ত সব লাইন কলমের ডগা থেকে ছিটকে ছিটকে বেরোয়। মাথা গরম হলে তাপের পরিবাহিতা তত্ত্ব অনুসারে গলা গরম বুক গরম থেকে পর্যায়ক্রমে পেট গরম অনিবার্য। এবং বদহজমের পরিণাম হিলহিলে শরীর। রোগা না হলে কবি হিসেবে কখনো মানায় না। মোটা মহাজন, কিন্তু কৃশ কবি। আরবের শেখ, পাঞ্জাবের সর্দারজি এবং বাংলার কবিকে কখনও চিনতে ভুল (৩য় পাতায়)

বাড়ী বদলে যায়

— স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ী, গাড়ী, নারী তিনটেই প্রয়োজন। একটু খুঁত হলে এ নিয়ে জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। সময়, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি পাল্টে দেয় মন ও ভাবনাকে। তা যেখানে আশ্রয় নিয়ে বেড়ে ওঠে ; সেটাও তখন পাল্টে যায়। ফলে থাকাটা মুক্ত ও স্বচ্ছ না হলে কষ্ট দেয় মন ও দেহকে। ছন্দ কেটে যায়। ইউরোপে পয়সাওয়ালা লোকে ছ'মাস অন্তর গাড়ী পাল্টায়, ফ্রান্সে মানুষ গুরুত্ব দেয় বাড়ীকে, তা বসতবাড়ীই হোক আর রেনটেড হাউসই হোক। আমাদের দেশে সবই অর্থনির্ভর। এমনকি চরিত্র পর্য্যন্ত। যা বিদেশীদের কাছে বিস্ময়কর। পয়সা হলে সৎ বলে যাকে জানতাম, সে হঠাৎ অসৎ হয়ে যায়। আবার পয়সার জন্য রুচি থাকা সত্ত্বেও বাড়ী, পাড়া, রাস্তাঘাট সমাজ সবই এখানে প্রকৃতি নির্ভর, ভগবান নির্ভর। যেগুলো পাওয়ার জন্য আমাদের দেশে লোক ভগবান ডাকে। বিদেশে তা চোখ খুলেই নতুন প্রজন্ম দেখতে পায়। তার কারণ জনবিস্ফোরণ নেই সেখানে এখানে পয়সার অভাবে বাড়ী তৈরী হয় না। প্রমোটিং বা জায়গার ওপর দাম দরের বিধি নিষেধ নেই। রাস্তাঘাট পরিসকারের ব্যয় বরাদ্দ অর্থ থেকেও "নেপোই মারে দই" প্রথা চালু আছে। মানুষ এদেশে সর্বত্র পয়সা খোঁজে। করপোরেশনও পরিষেবার অছিলায় বিভিন্ন পথে অর্থ খোঁজে। ফলে সমাজজীবনে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সবার জন্য বাড়ী, সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার উপযোগী উপায় থাকলেও, সুষ্ঠু বিলিবন্টন ও নীতি নির্ধারণের অভাবে তা থেমে যায়। এসব প্রকল্প আপ্তবাক্য হয়ে দাঁড়ায়। নগরজীবনে ৭০ দশকের পর থেকে রামকৃষ্ণের অমৃতকথা, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' প্রমোটারদের মূল মন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালো টাকা বা উদ্বৃত্ত টাকা রাখার জন্য সহজ উপায় জমি কেনা। বিত্তের পূঞ্জীভবন করার সহজ পথ এটি। ফলে ফ্ল্যাট বা ভাড়া বাড়ীর চল নগরজীবনে এখন একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। মফঃস্বল থেকে মহানগর সর্বত্রই একই দশা। ফ্ল্যাটের দাম আকাশচুম্বী, বাড়ী ভাড়ায় বার্ডফ্লুর আকৃতি। একবার বার্ডফ্লুর সুযোগে ছাগল মাংসের দাম ২৫০। বার্ডফ্লু চলে গেলেও ২৫০ কমে ১৫০ আসে না। এদেশে যা বাড়ে তা কমে না। যেমন বেতন, জিনিসপত্রের দাম, ঋণ ও সুগার। একবার ধরলে তার পারা নিচের দিকে নামে না। নামে মূল্যবোধ, জীবনবোধ, চরিত্র চেতনা ও শিক্ষা (তথাকথিত ডিগ্রি নয়, মানবিক চেতনা সমন্বিত শিক্ষা) নামে রাজনৈতিক মানদণ্ড। দেশটাকে যদি একটা শহর কল্পনা করি, আর বাড়ীগুলোকে রাজ্য ভাবি, তাহলে কি দাঁড়ায় ? তাহলে দাঁড়ায় এটাই। প্রস্তাব, প্রতিশ্রুতি পরিষেবা ও কনট্র্যাক্টে যদি সব রাজ্যেই ফাঁক থাকে তাহলে তা বসবাসের যোগ্য নয় ও শান্তি বিরহিত। ফলে পাল্টে যায় সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি। পাল্টে যায় সম্ভবনাগুলো। প্রজন্মের স্বার্থে, অস্তিত্বের স্বার্থে পাল্টে যায় আবাস-যোগ্য আস্থানাগুলো, চলতে থাকে বাসযোগ্য আবাসের সন্ধানে প্রয়াস। (৩য় পাতায়)

বিদ্যুৎ দপ্তরে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সমসেরগঞ্জ ব্লক যুব কংগ্রেস কমিটির গণডেপুটেশনে গত ১৯ নভেম্বর ধুলিয়ান ইলেকট্রিক সাপ্লায় অফিসে উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হক, আই.এন.টি.ইউ.সির জেলা সভাপতি সেখ নেজামুদ্দিন, সমসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সোহরাব আলি প্রমুখ। প্রায় এক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে মইনুল হক বলেন, বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার দেউলিয়া, তাই মানুষের উপর জোর জুলুম করে একের পর এক টাকা আদায় করছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের দাম বেশী। সংযোগের সময় বিদ্যুৎ দপ্তর টাকা জমা নিয়ে বিদ্যুৎ দেয়, তা হলে আবার কেন টাকা দিতে হবে গ্রাহকদের ? তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রিয় সরকার বিড়ি শ্রমিকদের বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার জন্য বহুদিন আগে টাকা দিয়েছে। কিন্তু আজও বিড়ি শ্রমিকরা বিদ্যুৎ পাইনি। ২০১১ সালের মধ্যে সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে বলছে বামফ্রন্ট সরকার। ওদের ভাঁওতাবাজির দিন শেষ।

শেষে স্টেশন ম্যানেজার মানস বেরা ১১ দফা দাবীপত্র গ্রহণ করে এবং সমস্ত বিষয় তিনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে জানান।

বাড়ী বদলে যায়

(২য় পাতার পর)

এথেকেই পাল্টে যায় দেশ। যেমন অবিভক্ত বাংলার শরণার্থীরা আবাসের খোঁজে পূর্ববাংলা ছেড়ে পশ্চিমবাংলার খালা-খন্দ, রেল লাইনের ধার বেছে নিয়েছে। একইভাবে পণ্ডিতরা নিজদেশে পরবাসী। শান্তির খোঁজে কাশ্মীর ছেড়ে কারো কারো দিল্লী, আগ্রা, চেন্নাই। এ রাজ্য থেকে ও রাজ্যে। একই অস্তিত্বের খোঁজে সুস্থ ভাবনার খোঁজে, শান্তির ঠিকানায় গ্রাম ছেড়ে, বসতবাটী ছেড়ে মফঃস্বল শহরে আস্তানা গাড়ে মানুষ। রোদ, আলো, বাতাস ছাড়া কংক্রিটের গলিতে ঠিকানা পায় মনুষ্যত্ব। পশুর শাণিত আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ একদিন গুহা বেছে নিয়েছিল। আবাস আজ আবার এক হাইটেক গুহাতে পর্যবসিত। কেন এমন হয় ? বাড়ী বদলে যায়, ঠিকানা পাল্টে যায়। রোদ, জল ঝড় বৃষ্টিকে আজ আর মানুষের ভয় নেই। ভয় আজ মানুষের মানুষকে। অনুষঙ্গ মদ, জুয়া, লোটো, চুরি, চামারি, ছিনতাই, রাহাজানি। বর্বরতা মৃত্যুকেও শিক্ষা নিতে বলে। অন্তেষ্টি ক্রিয়ার আসরে শোকাতুরা কিশোরী, যুবতীদের প্রকাশ্য শীলতাহানি। শোকের বুকে লাথি মেরে মানুষ নামক শিকারী কুকুরের নখদন্তের দম্ভের কথা বলে। নিরাপত্তার ঠিকানা সমাজে প্রশাসন, তারা নতুন রূপকার রাজনৈতিক দাদাদের প্ল্যানে পাশ করে প্রকল্প। মাংসাশীর ভোজনে সহায়তা করে। মানুষ আজ ঠিকানা পালটাতে পালটাতে বিপন্ন। অফিস, কাছারী, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার সবত্রই তামার প্লেটের বাইরে কিছু নেই। সবাই মানুষ নয় ওঁদের চোখে। তুমি এঁদের কতটা ক্ষতি করতে পারবে, কতটা ওদের প্রয়োজনে লাগবে সেই অনুপাতে কর্ত্তব্য, দায়িত্ব, ব্যবহার পাবে। নচেৎ কারো মৃত্যু এঁদের কাছে কিছু নয়। শ্বশ্মানে শবযাত্রীর ওপর বিধর্মীর আক্রমণ, শীলতাহানি কিছুই কিছু নয়। যদি নেতার বউ মেয়ে হয়, এস.পি., ডি.এমের হয় তবে তা অপরাধীদের শাস্তি দেবার যোগ্য। নচেৎ গদাইপুরের তিওর মেয়েটার শোক, দুঃখ, শীলতার কি দাম আছে ? পাল্টে ফেল তোমার দৃষ্টিভঙ্গি। যদি কাতি থাকে তাহলে জুলুদের দেখে মাংসলোভী আফ্রিকার সিংহরা যেমন ভয় পায় এরাও তেমনি ভয় পাবে। জঙ্গলের রাজত্বে জঙ্গলের আইনই প্রযোজ্য।

খেদে বলতে ইচ্ছে করে পাল্টে যাক এই পৃথিবী নামক গ্রহটার ঠিকানা। মানুষই আজ মনুষত্বের চরমতম শত্রু। পাল্টে দাও এদের ঠিকানা। বদলে যাক এদের আদল। নচেৎ চলতে থাকবে দেশ, রাজ্য, পাড়া, বাড়ীর ঠিকানা বদল।

তরুণ কবি
মোঃ নুরুল ইসলামের অনবদ্য কবিতা গ্রন্থ
" দুনিয়া "
প্রকাশের মুখে
যোগাযোগ - ৯৪৩৪৫৩১৭৩৫

প্রশংসনীয় উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান নতুনবাজার সমাজ সেবা সংঘের উদ্যোগে ঈদুজ্জোহা উপলক্ষ্যে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সেখানে নাচ-গানে চিত্ত বিনোদন ছাড়াও দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

কবি

(২য় পাতার পর)

হবার নয়।

অর্থাৎ উস্কোখুস্কো চুলদাড়ির পাঞ্জাবি পরিহিত মায়াবি চোখের কোন লিকপিকে বাঙালিকে দেখলেই আপনি নিশ্চিত দৌড় দিতে পারেন। দৌড় কেন ? যদি পাল্লায় পড়েন তো দুঘন্টা কাবার।

কলেজের প্রথম দিনটার কথা মনে পড়ছে। একটু ল্যাবাকান্ত ছিলুম বলে পাঞ্জাবি যোগাড় করতে পারি নি। চুলটা ঘেঁটে এলোমেলো করে দেবার বুদ্ধিটা ঘটে গজায় নি তখনও। এক নিখুঁত চেহারার সহপাঠী-কবি অফ্ পিরিওতে এসে বললে, 'ভাই সন্দেশ খাবে ?' গ্রাম থেকে গেছি, কবি চিনি না। দৌড়বার চেষ্টা না করে ধরা পড়ে গেলাম। অবাকও হলাম, এই বন্ধুটি কী করে জানল আমি মিষ্টি ভালবাসি ! খুশি হয়ে ওধোলাম, 'সত্যি ?' সে বললে, 'সত্যি। তবে, শর্ত আছে। সন্দেশ পিছু একটা করে কবিতা শুনতে হবে। কটা খেতে পারবে ?' আমি বলি, 'সন্দেশ স্বাস্থ্যবান হলে গোটা দশেক। আর তোমার আমার মত হেল্‌থ্ হলে ডজন দুয়েক।' বন্ধু ঝোলার ভিতর থেকে গোটা পঁচিশেক জম্পেশ কবিতার পাতা নিয়ে মুখোমুখি বসে গেল।

আমি মনোযোগ দিয়ে মিষ্টি খাই, বন্ধু মগ্ন হয়ে কবিতা পড়ে। পড়েই চলে। ডিসে সন্দেশ পড়েই চলে। এক সময় গলা আটকে আসে। জল খেয়ে উদ্গার তুলি।

বন্ধু বলে 'থাক। আজ এই পর্যন্ত। কাল মা আরো টাকা দেবে বলেছে। তোমার মত নির্ঝঞ্ঝাট শ্রোতা পাওয়া যায় না, পরে আরো সন্দেশ খাওয়াব। আজ পকেট খালি, নইলে তোমার পেটে আরো পাঁচটা সন্দেশ ঠেসে দিতুম।'

বন্ধুটি ঝোলা গুছিয়ে উঠে পড়তেই আমি ওর ঝোলার ঝালর খামচে ধরি, 'আমারও কটা পদ্য আছে ভাই। শুনে যেতে হবে।' বন্ধুটি আঁতকে ওঠে, 'অসম্ভব। অন্যের কবিতা আমি শুনি না। পড়ি না। শুধু লিখি। ছেড়ে দাও।'

আমি রেগে উঠি, 'মামার বাড়ি আর কি! আমি যে শুনলাম। তোমাকেও শুনতে হব। আমার সন্দেশ খাওয়ানোর ক্ষমতা নেই বলে কেউ আমার কবিতা শুনতে চায় না। কবি হয়ে কবির দুঃখ যদি না বোঝ !' হাতের মুঠি শূন্যে ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠি অকস্মাৎ, 'দুনিয়ার কবি এক হও।'

কবিবন্ধু হ্যাঁচকা টানে ব্যাগ ছাড়িয়ে দৌড়বার চেষ্টা করে। আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ওর পাঞ্জাবিটা পিছন থেকে খাবলে ধরি, 'প্লিজ ভাই। অন্তত একখানা। কাল গোটা রাত ধরে লিখেছি।'

বন্ধু বসে পড়ে। মিন্‌মিন্ করে, 'তোমার চেহারা দেখে বোঝা যায় নি তো ! জানলে কোন্ শালা তোমাকে ডাকে ! নিজের ফাঁদে নিজেই পড়লাম। পড়, কিন্তু ওই একটাই।'

একজনকে ঘায়েল করার পক্ষে একখানাই যথেষ্ট। চৌদ্দপাতা। সারা রাত ধরে নামিয়েছি। কবিতার নাম্ 'রোমিওর আর্তনাদ।' বারো পাতা পেরোতে বন্ধুটি সত্যিই আর্তনাদ করে ওঠে, 'ছেড়ে দাও ভাই। প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাস ফসকে যাবে। আমার কবিতার দিব্যি, আর কক্ষোনো তোমাকে কবিতা শোনাতে যাব না।'

আমি তখন বুঁদ। বেপরোয়া। বাঁহাতে কবিতা, ডানহাতে বন্ধুর পাঞ্জাবি। বলি, 'চুলোয় যাক প্র্যাক্‌টিক্যাল। ইম্‌প্যাক্‌টিক্যাল না হলে কেউ পদ্য লেখে না। শেষটুকু শুনে যেতেই হবে। আর দুপাতা।'

হ্যাঁ, বলা হয় নি, সাহিত্যজগতে প্রবেশের সময় এই অধমও কবিতা লিখে শুরু করেছিল। প্রিয়জনও যখন আমাকে দেখে পালাতে শুরু করল, অগত্যা এই গদ্য লেখা ধরেছি। লাভ হয়েছে তাতে দুটো। প্রথমত পাব্লিক পালায় না, দ্বিতীয়ত দুটো পয়সাও পাই।

জঙ্গিপুরের আর এক ব্যবসায়ী চুরির হাত থেকে রক্ষা পেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের মহম্মদপুর এলাকার ফিরোজ বিশ্বাসের মুদিখানার দোকানে গত ২৮ নভেম্বর রাত ১-৩০ নাগাদ দুষ্কৃতীরা হানা দেয়। তারা টাটা সুমো গাড়ি রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে ওখানকার চৌমাথার ট্রান্সফরমারের কাট-আউট খুলে দিয়ে এলাকাকে অন্ধকার করে দেয়। ঐ সময় ফিরোজ অন্যদিনের মত বাড়ির আশপাশ দেখতে গিয়ে টাটা-সুমো গাড়ি লক্ষ্য করেন এবং দুষ্কৃতীতের কাট-আউট খুলে ফেলে এলাকাকে অন্ধকার করে দেওয়ার ঘটনাও দেখেন। ফিরোজের দোকানের কোলাপসেবিল ঘেরা বারান্দার মধ্যে তার মোটর সাইকেল ছিল। সেটি নেবার জন্য দুষ্কৃতীরা নিমেষের মধ্যে কোলাপসেবিলের তালা ভেঙে ফেলে। ঐ সময় ফিরোজের বাড়ির লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচিতে পাড়াপ্রতিবেশীরা এসে পৌঁছানোর আগেই দুষ্কৃতীরা গাড়ি নিয়ে ভাগীরথী ব্রিজের দিকে পালিয়ে যায়। ফিরোজ বিশ্বাস পরদিন যথারীতি থানায় ডাইরী করেন। শহরের মধ্যে পরপর চুরি হলেও পুলিশের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

সেকেন্দ্রা-গিরিয়া সম্প্রীতি আনতে (১ম পাতায়)

এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে ভর দুপুরে মাঠে লোক সমাগম আশাতীত হবে না এটা স্বাভাবিক। আর কংগ্রেসীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়নি।

প্রশাসনিক অবহেলায় ট্রেকার (১ম পাতার পর)

মালিকরা পদে পদে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে জঙ্গিপুর-লালগোলা ট্রেকার ওনারস্ ওয়েলফেয়ার সমিতি মুর্শিদাবাদের আর.টি.এ., জেলা শাসক এবং জঙ্গিপুর মহকুমা শাসককে কয়েক দফা লিখিত অভিযোগ জানিয়েও এর কোন প্রতিকার করতে পারেনি বলে খবর।

প্রণববাবুর আশীর্বাদ ধন্য হওয়াটাই এখন (১ম পাতার পর)

পাশাপাশি প্রণববাবুর একান্ত কাছের লোক হয়ে জঙ্গিপুরে আস্তানা গেড়েছেন মালদার রতুয়ার প্রাক্তন বিধায়ক সমর মুখার্জী। কয়েক বছর আগে রঘুনাথগঞ্জে কংগ্রেস কার্যালয়ের বাড়ীটি প্রণববাবুর নির্দেশে সমর মুখার্জীর নামেই রেজিষ্ট্রি করা হয়। তাকেও কোন এক ব্যাঙ্কের বোর্ড অব ডাইরেকটরসের মেম্বার করার কথা কংগ্রেস মহলে রটলেও তা এখনও গুঞ্জনের মধ্যেই থেকে গেছে। এই ধরনের খবরাখবর জেলা সভাপতি অধীর চৌধুরীর অজানা নয়। কিছু সুযোগসন্ধানী রাজনীতির মাখন খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে দেখে স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে অনেকেই বিক্ষুব্ধ।

অক্সিজেন সিলিণ্ডারের দুর্ভিক্ষে (১ম পাতার পর)

কারণেই মেয়েটি নাকি মারা যায়। এই পরিস্থিতিতে মৃতার লোকজন উত্তেজিত হয়ে রাউণ্ডরত ডাঃ সামন্তকে মারধোর করতে গেলে ডাক্তারবাবু গা ঢাকা দেন। খবর পেয়ে ভারপ্রাপ্ত সুপার জঙ্গিপুরের এ.সি.এম.ও.এইচ ডাঃ বিষ্ণুচরণ বাগ হাসপাতালে আসেন। সেখানে উত্তেজিত জনতার হাতে তিনি নাকি লাঞ্ছিত হন। এর আগে গত ২৩ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের কংগ্রেস সভাপতি মহঃ আখরুজ্জামানের দাদার মেয়ে প্রথম গর্ভবতী শুকতারা আহম্মদকে ডাঃ এনামূল হকের তত্বাবধানে বেলা ১১ টায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বেলা ৪টের সময় শুকতারাকে লেবাররুমে ঢোকানোর পর ডাঃ হক রোগীর সিজারের কথা আত্মীয়দের জানান। ঐ সময় জঙ্গিপুর হাসপাতালে কোন অক্সিজেন সিলিণ্ডার মজুত না থাকায় রোগীর লোকজন দিশাহারা হয়ে পড়েন। মহঃ আখরুজ্জামান জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক এবং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু সবদিক থেকে ব্যর্থ হন। শেষে মুমূর্ষু গর্ভবতীকে স্থানীয় এক নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে সীজার করে বাচ্চা প্রসব করানো হয়। জঙ্গিপুর হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিণ্ডার সরবরাহ নিয়ে কেলেঙ্কারি চলছেই। অর্দ্ধেক ভর্তি বা ফাঁকা সিলিণ্ডারও নাকি খাতায় এনট্রি করে হাজার হাজার টাকা কামাচ্ছে একটা চক্র। এ খবর সি.এম.ও.এইচ-এর অজানা নয় বলে জানা যায়।

বিভিন্ন দাবীতে বামফ্রন্টের জনসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : বামফ্রন্টের জাঠা কর্মসূচীতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা আনতে ২০ – ২২ নভেম্বর এলাকায় মিছিল-পথসভা ইত্যাদি কর্মসূচী নেয়া হয়। এই কর্মসূচীর জেরে ২ টাকা কেজি চাল, এলাকায় সন্ত্রাস বন্ধ, ভাঙন প্রতিরোধ, সকলের জন্য রেশন কার্ড, গরীবদের জন্য বি.পি.এল. কার্ড, বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি নিয়ে রাজনীতি বন্ধ, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানোর দাবীতে গত ২৫ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এবং ২৭ নভেম্বর পিয়ারাপুর মাঠে বামফ্রন্টের বিশাল জনসভা হয়ে গেল। সেখানে সি.পি.এম রাজ্য কমিটির সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, মন্ত্রী আনিসুর রহমান, বিধায়ক জানে আলম মিঞা, আবুল হাসনাৎ, আর.এস.পি. নেতা অমল কর্মকার বক্তব্য রাখেন।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
মাঘ ও ফাল্গুনের
বিয়ের কার্ড পছন্দ করে
নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস কেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা
❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র
স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।